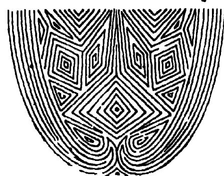


শোহিনী



সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স • কলকাতা • ১২

প্রকাশক
শ্রীশিশির সেন
আনন্দ পাবলিশার্স
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদ
অরুণ দাস
মুদ্রক
শ্রীরণেন্দ্রনাথ সেন
দি মিড্‌ল্যাণ্ড প্রেস
৫১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯
প্রথম মুদ্রণ
আশ্বিন, ১৩৬৪, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭
রচনাকাল
জুন, ১৯৫৬—জুলাই, ১৯৫৭
ছ' টাকা

গীতাকে

সূচীপত্র

শোহিনী

শোহিনী

শেষ রাতের পাতলা পর্দা ছিঁড়ে
তুমি এলে বেরিয়ে
সহজ আলোয় ধোয়া শরীরে।

দু'হাতে শিউলি ছড়ালে
আমার অস্ফুট জাগরণে।
স্নিগ্ধ আয়ত চোখে রইলে চেয়ে
শিশির ঝরল অপরূপ গান হয়ে!

হীরে-পান্না-মেশা আলোয়
আমি যেন নেয়ে উঠলাম।

কচি পাতায় ভোর জাগল।

আশ্বিন

তিন প্যানেলের আকাশ
মুক্তো-হীরের ভোরে।
তটরেখায় ভেজা সবুজ
কাশফুল-মেঘে জড়ানো আঁচল
ধূ ধূ নীল বাকী সবখানে
স্বচ্ছ সাগর উপুড় করা।

মনের সবুজে
শিউলি শিশির-ভেজা।

আকাশের শূন্য ক্যানভাসে
এক-শাখা দীর্ঘ নারকেলের সারি
যেন দিগ্বিজয়ীর ঋজু পদক্ষেপ।

আকাশে-মাটিতে আলো-ছায়ায়
কী-এক ভাবনা-ভোলা খুশি !

ছবি নিয়ে মনে মনে চলি।

সবুজ চেতনা

এবারে চড়াই, সুদূরে শেষ পাহাড়
একলা চূড়ার শিয়র প্রান্তে এসে
দৃষ্টি ভাসাই অতলে অস্ত-দেশে
সাত আকাশের ছড়ানো রংবাহার।

নানা মেঘস্তর এঁকেছে চিত্রলেখা
কোথা রোদ্দুর, কোথাও ছায়ায় ঢাকা
ঋজু পাহাড়েরা ঢেউ এঁকে স্থির জলে
চরণ বাড়াল সুদূর আকাশতলে।

হঠাৎ সুদূরে শেষ-পাহাড়ের শিরে
আদি শ্যামলের শত শিখা ওঠে কেঁপে
চেতনা সবুজ শীতেও ভোলেনি সে-যে
স্পন্দিত ভাষা, ছড়াল আকাশে কী-রে!
পাহাড় শিয়রে পাইনের সারি দোলে
সবুজ চেতনা এ-কী তরঙ্গ তোলে!

চেতনা ঃ পলাশ

সুদীর্ঘ বছর প্রায়—রোদ, বৃষ্টি, ঝড় বুকে নিয়ে
নির্বিকার রুক্ষ রিক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে
ছিল সে-কি অপেক্ষায় বসন্তের নিতে নামাবলী
সত্তার গোপন রঙে আগুনের শাশ্বত অঞ্জলি
অবিনাশী সে পলাশ ; ফাল্গুনের আকাশ রাঙিয়ে
আবার ধ্যানের ঘরে চেতনার দীপ হাতে নিয়ে
মগ্ন হবে ; রসের গোপন সেই মৃত্তিকার হৃদয়ে নিলীন
মূল তার সে-আসনে চঞ্চলতা যেখানে বিলীন।

চেতনার আলো পেতে কবিতাও মগ্ন হবে নাকি
অথবা কথার ফেনা বুদ্বুদের মত উবে যাবে
ছায়া-নৃত্য শেষ হলে, রেশ তার তাও-কি হারাবে
একটি গোলাপ হয়ে চেতনার ফুল ফুটবে কি ?
সবি-কি নিঃশেষ হবে ? নেপথ্যে হবেনা আয়োজন
চেতনার মগ্নধ্যানে পলাশ-প্রদীপে-জ্বলা মন ?

চেতনা-দীপ

মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস
কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্তের মত জ্বলতে লাগল
আমার সমস্ত চেতনায়।

হাজার হাজার বছরের নিরেট অন্ধকারে
হঠাৎ জ্বলা কয়েকটি শিখা
আরতি হয়ে উঠল
ইতিহাসের মন্দিরে।

দেখলাম আমিও আলো হয়ে জ্বলছি।
যেন আমাতে বিধৃত সমস্ত মানুষের ইতিহাস
আর আমি সার্থক হয়ে উঠছি সে-ইতিহাসে।

এই ব্যাপ্ত চেতনাই আদি ধাতু
জ্বলে, জ্বালায়।
নিরবধি অন্ধকারে তাকে জ্বলতে দেখলাম ঃ
চেতনার অকম্পিত স্থির শিখা।

মুক্তি

মানব ইতিহাসের তিনটি সত্য :
সময়, ব্যক্তি আর দেশ—
ওতপ্রোত এক আকাশে।

দেশ-কালের তুলিতে শিল্পিত ইতিহাস
তারি টুকরো।
চার দেয়ালে বন্দী বিচ্ছিন্ন আমি
সত্যকে দেখি খণ্ডিত ক'রে।

ঘেরা ঘরের ঘেরা-আকাশ।

মন, দেশ ও সময়ের ঘরের এই আমি
এক জ্যোতির্মুখ আকাশে দেখেছি আমার মুক্তি

চিরদিনের কঠিন এই দাবি
সমস্ত অন্তর দিয়ে একদিন স্বীকার ক'রে
মুক্তিকে সত্য ব'লে, পারব-কি মেনে নিতে ?

পার্বতী

শৈল-শীর্ষ থেকে দেখা দিগন্ত আকাশ
রেখার বিচিত্র ছন্দ, বর্ণ সমারোহ
আলোর বর্ণালী আঁকা ছবির আভাস
অজস্র মেঘের নৌকো কে যেন ভাসাল।

রাশি রাশি শৈল-ঢেউ গৈরিকে শ্যামলে
যেতে চায় যত দূরে শেষ চূড়া ভাসে
মন সে চড়াই ভেঙে আরো দূরে চলে
অবিচ্ছেদ গতিছন্দ কাঁপে কী-আশ্বাসে!

ত্রিকোণ পাহাড় থেকে দেখি শেষ চূড়া
নির্ভীক নয়ন মেলে স্থির আছে চেয়ে
আরো ঊর্ধ্ব চেতনার পেয়েছে কী সাড়া!
রিক্ততারে পূর্ণ করে কঠিন প্রত্যয়ে।

দুরারোহ শেষ চূড়া আরো দূরে চলে
দৃষ্টি রেখা ছন্দে বাঁধে শৈলে-সমতলে।

ঢেউ

সুর ছুঁয়ে আছে সুর
তারি গুঞ্জন
কথার শিয়রে মিড়
ঢেউয়ে কাঁপে মন।

স্মৃতির পাথরে ফুল
তারি সৌরভ ;
ভাঙা জীবনের মূল
জ্যোতি দুর্লভ—
ছড়ায় প্রসাদী আলো
জড়ে ও চেতনে
পর্দা সরিয়ে কালো
ছবির ভুবনে।

কথা-আলো-সুরভির রেশ
ঢেউয়ে কাঁপা সকল নিমেষ।

খোলা জানলায়

খোলা জানলায়, মন!

কখনো শ্যামলে সমতলে
কখনো শৈলে শিখরে
নীল শূন্যে, দূরে
প্রত্যক্ষের বিশ্ব-দেখা।

দিগন্তে হারিয়ে-যাওয়া দিগন্তে
তবু খোলা জানলায়!
হঠাৎ আলোর স্পর্শ
দৃষ্টি ভ'রে দিক।

মন-ভরা ধ্যানে
ডুবে গিয়ে, অন্তহীন ছবি
মনের দৃষ্টির পারে দেখা—
খোলা জানলায় মন।

ফুলের পৃথিবী

অমর্ত্য-নীল আইপোমিয়া
খোলা বারান্দার খিলান বেয়ে।
মালতীর তোরণ পেরিয়ে
সেই ঘর—
মল্লিকার হাসি-মাখা চার দেয়াল
গোলাপ ছড়ানো পালঙ্ক।
অনেক ফুলের ঘর আমি দেখি
নিসর্গ রূপের স্পর্শ মাখা।

আমার স্বপ্নের পথ বেয়ে
ফুলের পৃথিবী নেমে আসে।

সৃষ্টির ক্ষণ

কাজের চেয়েও বড় আরেক সময়ে
মুখর জীবন থেকে একবার শান্তি-ঝরা দ্বীপে
আসন্নের স্বপ্ন নিয়ে মন
ভ'রে-দেওয়া অবসরে ভরুক নিমেষ।

সকাল-বিকেল-ভরা উত্তেজনা, অস্থির সময়
কিছু যেন হাতে নেই, মৃত্যুই চরম মনে হয়;
ছকে বাঁধা খেয়াঘাটে জীবনের শেষ।

একবার আসি যদি ব্যস্ততার জ্বালা থেকে দূরে
অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে, আমারি স্বপ্নের স্থির ঘরে
শালের তোরণ ভেঙে দূরের আকাশে
মন যদি ভাসে—
তখনি উঠবে জেগে সুরে-কাঁপা হাজার গোলাপ
আলো-জ্বলা আশ্চর্য প্রহরে
সৃষ্টির আনন্দে ভরা ধ্যানের নিমেষ।

পূর্ণ

এক-ই বাতাস সে-ত, এক-ই বাতাস তবু নয়
মৃদু আলোকের শিখা, জ্বেলে দেয় হাজার হৃদয়।
হয়ত নিমেষ ভরে, হয়ত প্রহর ভরে
জেগে থাকা পূর্ণের সীমায়।

কখনো পুষ্পিত গান, কখনো রিক্ততা
স্মৃতি-নদী কেঁপে ওঠে কানায় কানায়।

তাইত আবার ফুল, তাইত আবার গান
তাইত নিমেষ ভ'রে নতুন নিমেষ।

দৃশ্য নব দৃশ্যেতে মিলায়!



ধ্রুবরাগিণী

ফিরে ফিরে মন সেখানে আসে ঃ
যেখানে ফুলের গন্ধে কাঁপে বাতাস
নরম হাতের স্পর্শ নিয়ে।

আর অশ্রুর দিগন্তে ফোটে মল্লিকা
ধ্রুবরাগিণীর প্রতিভাসে।

ছবির নির্ঝর নামে
তার নানা রঙ্ মনে লাগে
আলো আর ফুলের আনন্দে ভরা
আশ্চর্য সব প্রহর!

তারা-ভরা মনের স্থিরপটে।

হারিয়ে যাওয়া

যে-আমারে পৌঁছিয়ে দেবে
সে-যে শুনি এই চলে গেছে।
দেখা আমি পাবনা-কী তার ?

তারে চেয়ে এই চলা
অন্তহীন এত বলা
মুছে যাবে এক নিমেষেই ?

যে-আমারে পৌঁছিয়ে দেবে
এল এই, এই দেখি নেই—
সব শেষ এক নিমেষেই !
দেখা আমি পাব-কী আবার ·

ঘুম

ঘুম-জাগা রয়েছে জড়িয়ে
অন্ধকার কালো উত্তরীয়ে
ছেয়ে আছে জীবনের শব—
গাছ, নদী, পাহাড় নীরব।

স্বপ্ন এ-কী আজো তন্দ্রামেশা!
ঢেউ দেয় অস্ফুট স্পন্দনে—
আঁধার আলোর গন্ধে মেশা
মুক্ত মন সময়-বন্ধনে।

ঘুমে চোখ যায় যে জড়িয়ে
মনোনদী নীচে কল্লোলিনী
মেঘ-ছায়া আকাশ ছড়িয়ে
ভেসে আসে নক্ষত্রের ধ্বনি।

স্বপ্ন নয়—রোদে মেশা সুর
ঘুমে মোড়া, মধু-মাধবীর।

স্মৃতি

কত পথ এসেছি পেরিয়ে
মায়াময় অযুত মহল
আজো মন রয়েছে জড়িয়ে
স্মৃতিভারে ব্যথিত সজল।

মন আর দূরের আকাশ
বীতমেঘ হবে কী এবার?
স্মৃতি ছায়া নিয়ে স্বপ্নাভাস
ক্লান্ত পথ হবনা-কি পার?

আমারে সে দূরে নেবে ব'লে
কেন বাঁধে স্মৃতির অতলে?

স্মৃতি হোক কল্লোলিনী নদী
সময়ের জ্যোতির শিয়রে
আলো-জ্বলা স্রোতে নিরবধি
হৃদয়ের সমুদ্রের তীরে।

ল্যান্‌স্কেপ

ছবি-ভরা আকাশ
চেয়ে চেয়ে দেখি—
আর নীচের দীর্ঘ-তরুর অরণ্য।
নানা রঙের আলো মেখে
কখনো হালকা, কখনো ঘন সবুজ তারা ;
আবার ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে
একাকার ছবি আর রঙ্।

রাতের গুণ্ঠন খুলে
এক মুখের মৃদু হাসি
অরণ্যের কপালে এসে লাগে।
হাসতে হাসতে মেয়েটি আকাশেব সিঁড়ি ধবে।
তার যাবার পথে
আবার আকাশ-ভরা আলো
আর ছবি-ভরা অরণ্য।

কার্শিয়ং : সন্ধ্যা

দূরবীণ.পাহাড়ে সন্ধ্যা, দেখি কার্শিয়ং :

একপারে পাঙ্খাবাড়ি, অন্যপারে জাগে ডাউহিল
জ্বলল তারার মালা, জাগল নিখিল।
সমতলে শিলিগুড়ি কয়েকটি আলো ওঠে কেঁপে
বাগডোগরা বিমানঘঁাটি একটি রেখায় মালা গাঁথে
সজাগ চোখের তারা ঘুরে ঘুরে জ্বলে
অন্তহীন আকাশের তলে।

ঘুমের বিদ্যুতী আলো যেন জ্বলে ঢেউয়ের মতন—

এখানে নক্ষত্রলোক নামল এখন
তাই এত আলো আর রঙ্!

দূরবীণ পাহাড়ে সন্ধ্যা, জ্বলে কার্শিয়ং।

জন্মান্তর

ইচ্ছে করে আবার ফিরে আসি—
আনন্দিত মুহূর্তে যখন মনে পড়ে
একদিন আমি থাকবনা।

শ্বেত উত্তরীয়ে ঢাকা নিস্পন্দ শরীর
সেই-কি শেষ?
মাটির দেহ মাটিতে?

পোড়া মাটির অন্ধ অতল থেকে
বৃষ্টি শেষে যেমন ক'রে
আগুন রঙে হেসে ওঠে লিলি
কচি পাতায় মাখে ভেজা সবুজ—
আমি কি তেমন ক'রে
আবার ফিরে আসবনা?

আত্মদীপ

মনে-জাগা আকাশেই শেষে ফিরে আসা।

খোঁজা ব্যাকুল অস্তিত্বের তীরে-কাঁপা
জিজ্ঞাসায়; আনন্দের ঢেউ—
যেমন জানব আমি, জানবেনা কেউ।

এমন অনেক আলো এক হয়ে আনন্দিত গান
যেখানে মুক্তির ছবি চিরজ্যোতিস্মান।

সৃষ্টির সে-ঘর আধোঘুমে
দূর্ ছায়াতলে লীন।
মুক্তির বিশ্বাসে কাঁপা দিন—
একটু চোখের দেখা দিয়ে
আবর্তের অন্ধকারে গিয়েছে হারিয়ে।

মনে-জাগা আকাশেই তাই ফিরে আসা।

লগ্ন

আলো এখন গোলাপ হয়ে ফুটল
স্থির বিশ্বাসের আভায় মাখা বিকেলে
নীলিমার শান্তি নামল সোনালি ঘাসে।

দিনের দাহ মুছে এলে
গোধূলির লাবণ্য যেন বৃষ্টি হয়ে ঝরল।

তার নরম শব্দ
গানের রেশ হয়ে কাঁপল
আলোয়-হাসিতে-ভেজা এই লগ্নে!

সানাই

রাগিণীর স্থির কেন্দ্রে
মগ্ন এই মন
উজ্জ্বল আলাপে ফিরে আসে।

সংহত বাসনা বহ্নি অচঞ্চল জ্বলে
যেমন পুষ্পিত নৃত্য ছন্দের বন্ধনে।

আদি পৃথিবীর আলো
নিরবধি কালে এসে কাঁপে;
যেমন রয়েছে ভেসে একটি বাতাস

কখনো ফুলের গন্ধে
কখনো আলোর জলে নেয়ে
তারি দেখা পাই—
সে-আনন্দে বেজেছে সানাই।

গৌরী

রোদের উচ্ছ্বাস মুছে
শেষ আভা হাসিতে ছড়িয়ে
কাঞ্চন-বরনী তুমি এলে।

রোদের গন্ধের রেশ তোমার শরীরে
চোখে স্নিগ্ধ সন্ধ্যার প্রদীপ।

ছড়ালে সুরের জাল
ক্লান্তি মুছে ঝরল বকুল,
মনের আকাশ ভ'রে
গন্ধ হয়ে গান এল ভেসে

তারা-ভরা রাতের বাতাসে।

ব্যাকুল মুহূর্ত

দু'দণ্ডের ছুটি তার, তারপর সীমান্ত রক্ষায়
যেতে হবে আরবার ; হয়ত হবেনা ফিরে আসা—
যোজন যোজন পথ, পার হয়ে মাটির মায়ায়
দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে ফিরে পেতে চেনা ভালবাসা
এসেছে সে ; শৈশবের সুরভিত স্মৃতির দেউলে
যেখানে মায়ার রঙে আনন্দে ভরেছে তার দিন,
এখনো সেখানে সেই ছবি ভাসে স্মৃতিছায়া তলে
ব্যাকুল মুহূর্ত তার, তবু তারা হবে ত রঙীন।

সর্বরিক্ত প্রাণ এক স্বপ্নে রচে যেমন প্রাসাদ
তেমনি মুহূর্ত তার জীবনের অস্থির বেলায়—
তবু তারা হাত ধরে, আনে মুগ্ধ জীবনের স্বাদ ;
খুঁজেছে, খুঁজবে যারে, বার বার প্রাণের মেলায়।
তাইত এসেছে ফিরে, তার কাছে দু'দণ্ড সময়
এমন অপার শান্তি—তবু বুক শূন্য মনে হয়।

দুই তীর

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
শেষ-সূর্যের আবীর জড়ানো পাড়ে
ঐরাবতেরা শুঁড় তুলে চারধারে
সহসা ছড়ায় ঊর্ধ্বে ঘন তিমির।

শান্ত বিকেলে একী প্রমত্ত ঝড়
ব্যাকুল আকাশে ত্রস্ত পাখিরা ফেরে—
সাঁওতাল মেয়ে দল বেঁধে কাজ সেরে
দ্রুত পায়ে চলে, পারুলডাঙ্গায় ঘর।

বারে বারে তুমি জীবনে ছড়াও ভয়
তবুও সন্ধ্যা, তবু যে নীড়ের টান—
হৃদয়ের ঝড়ে নেই কি পরিত্রাণ
শেষ-সূর্যের স্তম্ভিত বিস্ময়?

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
দ্বিধা-কম্পিত হৃদয়ের দুই তীর।

সোনার বাংলা ঃ স্বপ্ন

স্মৃতির অতলে লীন, প্রিয়তম নাম
হঠাৎ হাওয়ায় এল, তোমারে পেলাম।

সেইত আমার প্রিয় আজন্মের চেনা বাঙ্‌লা দেশ
স্মৃতি গুচ্ছ হতে চ্যুত—বন্ধু, প্রিয়, আমার স্বদেশ—
রাত্রির স্তিমিত পথে স্বপ্নের পাখায়
মগ্নমূল ঢেউয়েরে কাঁপায় ;
চূড়ায় প্রদীপ দেয় জ্বেলে
জীবনের এক নদী, এক ঘাট অন্য ঘাটে মেলে।

সেদিনের মর্ম আর নর্ম সহচর
আমার মনের ওড়না আঁচলে রয়েছে যার জরি
ব্যাকুল হাওয়ায় কাঁপে ; ঝলোমল স্বপ্নে রাঙা ঘর
জড়ানো মনের তারে—স্বপ্নে শুধু ওঠে কি শিহরি ?

স্বপ্নে কি হারিয়ে যাবে আজন্মের প্রিয়তম নাম
আমার সোনার বাঙলা, স্বপ্নে ফিরে তোমারে পেলাম।

কার্শিয়ং ঃ বিকেল

কী মেঘের সমারোহ
স্তরে স্তরে এখন আকাশে।

বিকেলের পাখাবাড়ি, বৃষ্টি-ভেজা আকাশের নীল—
উদ্ধত পাহাড়শীর্ষ ঢেকে আছে নরম সবুজে
তির্যক সোনালী রোদ এক-চূড়া নেপাল পাহাড়ে
চায়ের ছড়ানো গুচ্ছ পথের ছু'ধারে
হাজার সবুজ তোড়া পাহাড়ে পাথরে।

এত স্নিগ্ধ এ-বিকেল, এত সমারোহ
তবু চোখ লংভিউয়ে এখন হারাল।
হাজার মরাল যেন ডানা-মেলা
স্থির শুভ্র মেঘ—
গতির পাখায় স্থির হয়ে
থেমে আছে লংভিউ পাহাড়-চূড়ায়।

কত দূর

এই হিল কার্ট রোড্
গির্দা পাহাড় থেকে যাব সেণ্টমেরী।

ছড়ানো সমতলে বালাশোন নদীর ক্ষীণ রেখা
আকাশে ছড়ানো পাহাড়ের স্থির ঢেউ।
কখন মেঘ এল বুক ফুলিয়ে
নীচের পৃথিবীর সঙ্গে চোখের যোগ গেল হারিয়ে।

আরো ঊর্ধ্বে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘেরা
ভিড় ক'রে দাঁড়াল
তরঙ্গিত পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে
যেন তারা রাশি রাশি মেঘ-পাহাড়।

হাওয়ায় ভাসছে মেঘ
পাহাড়েরা ভেসে চলল দূরের আকাশে।
হয়ত আমিও আজ সেণ্টমেরী ফেলে যাব টুংয়ে,
ঘুম আর কত দূর? শেষে দার্জিলিং;
মন ভাসে আরো কত দূর?

শিখা

একলা বুকে ফেলেছে ছায়া
নিখিল সংসার—
কাছের ফুল, দূরের তারা
একটি ফুলহার।

আকাশে নীল নয়ন-রেখা
হৃদয়ে নীলাকাশ
চিরদিনের আলোয় লেখা
আমার ইতিহাস।

নিমেষ বুকে আরো নিমেষ
দীপ্তশিখা জ্বলে
তাইত জ্যোতি অনিঃশেষ
নিত্য আকাশ তলে।

সেইত শিখা একলা বুকে
নিখিল সংসার
তারায় ফুলে আজো সে গাঁথে
একটি ফুলহার।

অশেষ

হাওয়া অনুকূল রাত্রিদিন
যদিও মেঘ যদিও ঝড়
বাজে নির্ভরে হৃদয়ে বীণ
ওঠে সংগীত কলস্বর।

আকাশে আলোর রংবাহার
যদিও মৃত্যু শত পাখায়
তবু অকম্প কণ্ঠ কার
ওংকারি ধ্রুব প্রাণ কাঁপায়।

প্রেম-স্পন্দনে ফোটে গোলাপ
প্রলেপে জ্বলেনা প্রিয়ার মুখ
বিন্দু অশ্রু ঘোচে ত্রিতাপ
বুকে নির্ঝর যে-উন্মুখ।

জানি আসবেই শেষের দিন
আলো মেঘে জাগা চিত্রহার
গোধূলি আকাশে অন্তহীন
গোলাপ ছড়াবে অশ্রুভার।

রাত্রিরূপিণী

(১)

শীতল রাতের নদী হৃদয়ের কাছে
শান্ত হয়ে আছে
জেগে বসে শুনি তার কথা
মৌন মুখরতা।

অন্ধকারে ফুল
আলো-কাঁপা হৃদয় দুকূল !

(২)

রাতের পাহাড়ে আলো
বনভূমি শিয়র কাঁপালো
সুধাভরা নদী
নেমে এল মনোভূমি পারে—
কেঁপে ওঠা নিরবধি
এ-বুকের পারে
আলো ফেলে ছায়া ;
আঁধার মিলালো।

ঢেউ

ব্যথা-নদীর ওপার থেকে
আমার গহন ঘুমে তুমি এলে
সৌরভ ছড়ালে মায়াময়।

ব্যাকুল, বাড়াই দুই হাত—
ঘুম নিয়ে স্বপ্ন পলাতক।
ঘুম-ছেঁড়া সে-রাত তোমারো
পত্রদূত এনেছে খবর।

রাতের হৃদয়

মন যেন রাতের হৃদয়
যেখানে জ্বালাই দীপ, হেসে কথা কয়।
মগ্ন-মূল ঘুমিয়ে ছায়ায়
এ-নিষুতি রাতের মায়ায়।

জেগে দেখি হঠাৎ বিস্ময়ে
রাত নেই অন্ধকার ছেয়ে
স্বপ্নের উদাসী আলো হৃদয়ের পারে—
যেমন ঘুমিয়ে থাকা পথের দু'ধারে
বিদ্যুতী আলোর সাদা জাগে সারারাত;

কমলা রোদের মত আভা-মাখা রাত।

শ্যামশান্তি

ভেজা সবুজের পারে
মৃন্ময়ী শ্যামলী
ঘিরে রয়েছে ছু'ধারে তারে
পুষ্পিত দেহলি ;
এবারে সেখানে মন—
বাসা বেঁধে ছড়াক স্বপন।

শান্তি দিয়ে শান্তি ফিরে পাই
সুদূর সীমায়
ধ্রুবরাগিনীর সুর তাই
মৃদঙ্গে বীণায়।

মনের মন্দিরে
শান্তির ঘণ্টার ধ্বনি বেজেছে গম্ভীরে ;
রণে-রক্তে ভেজা মাটি
এবারে পুষ্পিত হোক মনের ছু'তীরে।

ভিতরে-বাইরে

আবার বাইরে চেয়ে, ফিরে আসি অন্তরের ঘরে—
তখনো মনেতে ঝড়, রিক্ত সে প্রহরে।
কলরোল থামবেনা জেনে
ডুব দিই মনের গহনে।

শান্ত সেই সরোবরে ছায়া নেমে আসে
যেন পাই প্রথম বাতাসে
ছুঁয়ে যায় ভালবেসে সকল শরীর
স্নান শেষে বসে আছি, যেন অন্য তীর।

বাইরেও ঝড় নেই, আলো জ্বলে তখন আকাশে;
বাগানে অনেক ফুল, গন্ধ কী যে তখন বাতাসে—
কথা গান স্বপ্ন হয় আশ্চর্য প্রহরে
বাইরের ছবি জ্বলে মনের ভিতরে;
অথবা মনের ছবি সে-ঘর সাজায়—
বাইরেও ঝড় নেই, মন দূর ছবিতে হারায়।

যে পারে সে

কিসে মন ভরবে জানিনা।
জানিনা কী সম্পদ আর ঐশ্বর্য আছে
মনকে যা শান্তিধারায় ভাসিয়ে নিতে পারে

জানি সুখ-তৃষ্ণা বড়
বড় খেয়ে-পরে বাঁচা।
কিন্তু সেই কি তৃষ্ণার শেষ?

মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে যে বাঁচে সার্থকতায়
কি সম্পদে, কি যন্ত্রণায়
সব অতিক্রম ক'রেই সে বাঁচে।
অনন্ত সময়ে যেমন
সূর্য-জ্বলা মুহূর্ত।

আমরা চিরদিনের জন্যে পাথর
নির্ঝর থেকে মন ফেরানো।

যে পারে সে আগুন হয়ে জ্বলে।

দুর্লভ

বাসনা শতমুখ অযুত পিঁপড়ে
সিক্ত মধুমূল সৌরভে
অথবা খুদকুঁড়ো কয়েক কণা
তাইতে যূথচারী ঘর-ছাড়া।

ছড়ানো পথ তার মরুতীর
মন-তুরগেরা বল্গাহীন
অযুত বাসনা ভ্রূণেরা ক্ষীণ
পেলনা নিবিড় প্রাণ-কমল।

আগুন হয়ে জ্বলে কণিকা সোনা
নিখাদ ধাতু সে-কী বিরল ছটা
সেই-ত আদি জ্যোতি গহন প্রাণ
তারেই মায়ামৃগ করেছে কাল!

কেবলি দূরে যাবে, পাবনা আর?
বাসনা-বনে এ-কী কলরব
কই সে মনোরমা ধ্যানের ধন
ব্যাকুল খোঁজা যারে অনাদি কাল?

শান্তি

মনের অনেক আশা পূর্ণ হলে পরে
মন যে তাতেই ভরে
এ-কথা কেমন ক'রে মানি—
যদি না মনের ঘরে দু'দণ্ডের শান্তি আমি জানি ?

ভাবব নিজের মত
তারো যদি মেলে অবকাশ
বলব হৃদয় ভ'রে
এ-কথা কেমন ক'রে বলি
যদি না মনের বাঁধ নির্বাধায় খুলি ?

যদি বা দেহের বাধা ভাঙে
দেশে-কালে জড়ানো বাধায়
আমার অবাধ চলা
এ-কথা কেমন ক'রে মানি
যদি না মনের ঘরে নিরবধি শান্তি আমি জানি ?

শান্তি দেবে শান্তির পারানি

মনের কথা ছেড়েই দিলেম—

সে-কুরুক্ষেত্রে ওঠা-পড়ার'.শেষ নেই
শত্রুর গলা জড়িয়ে, ভোলা বন্ধুকেই।
মনের কথা নাইবা নিলেম।

মনকে চোখ-ঠারা চলবেই
ঝাপসা চোখে দেখা শেষ কই?

"হায়রে দেশ যায়, সভ্যতা"
শত্রু মিত্রের এক রা
"রক্ত দিয়ে হবে শান্তি কেনা"
বাজল মহারব দামামায়
শান্তি, হায় তারে হলনা চেনা!

বীণায় বাজাই যদি শ্যাম শান্তিবাণী
শান্তি দেবে শান্তির পারানি।
এবারে ঘণ্টার ধ্বনি বধির করুক দামামায়।

আড়াল

মনের আকাশ ভ'রে
সত্যের সম্পূর্ণ ছবি, পেতে ইচ্ছে করে।

ঝলমল ছায়াপথ দৃষ্টির সুদূরে
বিপরীত মেরু কে মেলাবে ?
শেষ নীহারিকা পারে
নেবে কে আমারে ?

স্থির আলো সে-আকাশ ভ'রে
স্বপ্নের ফুলের মত ঝরে।

অন্ধকার শুধু সে আড়াল
নক্ষত্রের চূর্ণ-কণা নিয়ে কতকাল
জেগে রব শূন্যের শিয়রে ?
সত্যের সম্পূর্ণ ছবি, জ্বলবেনা এ-আকাশ ভ'রে

শূন্য

আযোজন ছড়ানো শূন্যে
কেবলি কি হারিয়ে যাবে জীবন ;
না আকাশপারের নতুন আকাশে
তারা-জ্বলা আবার পৃথিবী ?

গহন অন্ধকার থেকে
নিবিড় আলোয়
ফুলে-জাগা সকাল।

মানচিত্রহারা অমেয় শূন্যের
অবারিত এই পটভূমি ;
তাইত অভাবিত নতুন মেরু —
অস্ফুট স্বপ্নের কম্পনে
আনন্দে স্পন্দিত এই পৃথিবী।

সেতু

ব্যথা তখন গান হয়ে উঠল
বিচ্ছেদের পর্দা সরিয়ে
তুমি যখন এলে
প্রত্যক্ষের চেয়ে নিবিড় হয়ে।

স্মৃতির আলোয় জাগা
কয়েকটি গোলাপ—
ভ'রে রইল শূন্য বুক।

ব্যথানদী স্পন্দিত হল আনন্দে
ঢেউ দিল একলা বুকে ;

এ-নিবিড়-রাত এক সেতু।

আভাস

(১)

নীরব বিজন ঘরে শূন্য বিছানায়
ঘুমহারা মগ্ন মন রাতের গহনে।

চেতনা মন্থন ক'রে দূরাগত ঝড়ের নিস্বন
অথবা পাগল এক বৃষ্টি ছুটে আসে
শেষ প্রহরের ট্রেন এই গেল চলে
তন্ময়তা ভেঙ্গে বাজে হৃদয় স্পন্দন।

(২)

অন্ধকার জড়িয়ে অন্ধকার
ভালবাসা ছুঁয়ে ভালবাসা
ভাঁজে ভাঁজে অবিচ্ছেদ আলো
দৃষ্টির পল্লবে ভরা জল!

চোখের দিগন্তে এই দেখা
প্রত্যক্ষের তবু কী-সুদূর।

ঋণ

মনোময় আলোর আভায়
ভালবাসা প্রদীপ জ্বালায়
অনুকূল তাইত বাতাস
ভ'রে দেয় মনের আকাশ।

তাই সে ফোটায় ফুল, ভেজায় পাথরে
বারবার তাই বৃষ্টি ঝরে ;
হৃদয়ের পারে—
দীপ জ্বলে ওঠে বারে বারে।

আকণ্ঠ ডুবেছি সেই ঋণে ;
আমারে হারালে নিই চিনে—
মাটি জলে মেশা এ হৃদয়
এ আমার নয়।

শান্তির ঘরের কথা

এই স্তব্ধ শান্তির ভিতরে
নরম শিশির ঝরে রাতের শরীরে ;
জেগে থাকা মনের আকাশে
আশ্চর্য জগত নেমে আসে—
রাতের বুকের কাছে
ব্যাকুল মনের চাওয়া স্থির হয়ে আছে।

মৌনকাল—গাছ, নদী, পাখীর ডানায়
এখন ঘুমায়।
মাটির বুকের কাছে
নক্ষত্রের ধ্বনি এসে বাজে
কালজয়ী এ-রাতের কাছে
শান্তির ঘরের কথা আছে।

তীর্থনীর

খাঁ খাঁ রোদ্দুরে তপ্ত পথের ধুলো
হাঁ-করা এ মাঠ শত জিহ্বায় জ্বলে
তামাটে কালোয় ছড়ানো এই খোয়াই
লোহা হয়ে আছে, এ মাটির পিঠ পুড়ে।

বিরলতরুর এ মাঠে তালের সারি
যেন জাগ্রত কঠিন লোহার থাম
মাথায় সবুজ আগুনের শিখা জ্বলে
কঙ্কালীতলা ঐ দেখা যায় দূরে।

ওখানে কোপাই ছায়াঢাকা তার তীর
চলেছে ব্যাকুল তীর্থযাত্রী দল
জানে পথ দূর, তবুও পথের শেষে
আছে মন্দির ক্লান্তির শেষ হবে।

তৃষ্ণায় তুমি কে দাও দ্রাক্ষারস
পান্থপাদপ মরু-পথিকের তরে।

অপরূপ বিরহ

কত হাসি মাখা মুহূর্তের স্মৃতি
যেন নতুন গাঁথা ফুলের মালা!

হারিয়ে যাওয়া অনেক কথার ভিড়ে
আবার পেলেম হীরে-জ্বলা কথা
তোমার নিরাবরণ মনের অকুণ্ঠ নিবেদন

প্রত্যহের ক্ষীণ অস্তিত্বের
হঠাৎ-পাওয়া আলো
রমণীয় ছবি যেন বিচ্ছেদের আকাশে।

তোমাকে পাই সত্য ক'রে
অপরূপ এই বিরহে।

মন যেন পূর্ণ হয়ে বাজে!

বসন্ত

হিম স্তব্ধতায় এখন নির্ঝরের স্বপ্ন নামল—
যেন স্রোতস্বিনী এই স্থবির নদী
দু'তীরের রুক্ষ মাটিতে
হল শ্যামল সমুদ্র।

হাওয়ায় পুষ্পিত অরণ্যের সুরভি
উজ্জ্বল বাসনায় যেন পদ্ম হয়ে ফুটল।
অস্ফুট কথা, সুরের ঝঙ্কারে
অপরূপ গান হয়ে ঝরল।

সমস্ত মুহূর্ত ভ'রে
রমণীয় কবিতার গান।

অবসরের প্রার্থনা

বৃষ্টি দিয়োনা, ঝরুক শেষ শিশির
গোলাপ কুঁড়িতে শীতের স্তব্ধ রাতে
মৌন নিয়োনা, ভাঙুক ঘুম কুঁড়ির
ফুটুক সমীরে মন্থর পদপাতে।

সোনা-গলা রোদ ঢেকোনা কুয়াশা মেঘে
গোলাপের বনে মূর্ছিত হোক ঝড়
আকাশে নীলের নীরবতা থাক লেগে
মনোনির্জনে অনাবিল অবসর।

সকালের আলো ছড়ানো যে তার মুখে
সেই যেন রোদ, রূপোলী সোনার মেয়ে—
মৃদু পায়ে নামে নিথর নদীর বুকে
সে লীলাকমল; বিস্ময়ে রই চেয়ে।
মৌন নিয়োনা, ফুটুক কোটি গোলাপ -
ঝরুক বকুল হৃদয় আকাশ ছেয়ে।

দুই ঋতু

তপ্ত দিনের কেতন ওড়ানো মরুসাগর ;
ঝরা-পাতা-মন। শূন্য আকাশে আগুন জ্বলে
জ্বলে প্রান্তর, পোড়া বুক তার কালো পাথর—
শ্যামশোভা লীন মহাশ্মশানের সমাধিতলে।

হাঁ-করা এ-মাঠে শীত চলে গেছে কত দুপুর
ঝলসানো রোদে পুড়ে ছাই সোনা এণ্টিরীনাম
মৌসুমী ফুল। দু'দিনের হাসি আজ সুদূর
হাওয়া এলোমেলো এখানে বৃথাই খোঁজা বিরাম।
পোড়া পৃথিবীর শুকনো পাঁজরে থেমেছে সুর।

তবু বিদীর্ণ ক্লান্ত হৃদয় অশ্রুতাপে
পাঠায় সুদূর ঈশান-আকাশে কোন খবর
বিপুল ব্যথায় সারা আকাশের হৃদয় কাঁপে
গুরু গুরু মেঘে দু'কূল ভাসিয়ে বৃষ্টিঝড়।
হৃদয় আকাশে একাকার বাজে তারি নূপুর।

সাগর সঙ্গীত

রয়েছে সময় ভ'রে সে-খুশীর নদী :
যেন এ-হৃদয় নিরবধি
ভেসে যেতে পারে ভালবেসে
অনিমেষে—
সময় যেখানে এক মায়াময় উদাসী প্রাসাদ ;
ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, তবু নিয়ে রিক্ততার স্বাদ
একা বসে আছে ;
আজো দুর—হৃদয়ের কাছে।

ঠেসাঠেসি ভিড়ের ভিতরে—আমাদের বাসা—
তারি বুকে নিশিদিন কাঁদা আর হাসা।

মায়াময় উদাসী প্রাসাদ
ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, নিয়ে মহাজীবনের স্বাদ
একা বসে আছে ;
সাগর-সঙ্গীত তার কাছে।

রাতের সুর

রাত্তিরের জ্যোছনার রোদে আছি চেয়ে
সোনা-আভা মাখা মেয়ে
এই তার হয়েছে সময়
মেলে দেবে আলোর হৃদয়।

নীরব বাতাসে
গন্ধে-মেশা সুর ভেসে আসে
জয়-জয়ন্তীর।
স্বপ্নে ভরা গানের দু'তীর।
স্বপ্ন নদী সুরের জোয়ারে
কল্লোলিত এ-রাতের পারে।

হৃদয় রাতের মত, রাতের আশ্লেষে
ডুবে আছে ঘনিষ্ঠ আকাশে ;
স্বপ্ন, সুর, তারা, ফুল ফোটার সময়
আলো দিয়ে, আলো নিয়ে জ্বলছে হৃদয়।

প্রতীক্ষা

ঘুম ভাঙবেনা কারো অন্ধকারে নীরব প্রহরে
মৃদু পায়ে এসেছি সে-ঘরে।

প্রতীক্ষার শেষে দেবে সাড়া
ধ্যানের শিয়রে ;
মগ্নমূলে জ্বলবে যে তারা !

ঘুম আসবে না—এই-ব্যাকুলতা-বুকে
"যদি আসে ফিরে" ;
যদি বলে—"পাইনি তোমারে"
"যদি শেষে চলে গিয়ে থাকে।"

তন্ময়

মগ্ন ছবি হয়ে সেই বিকেলে
ছিলে তুমি অন্য মনে—
দিনের হাসি যখন উদ্ভাসিত
তোমার গোধুলি রঙের মুখে।

মনে হল তুমি পেয়েছ
সেই তন্ময় মুহূর্তের তুমি।

স্বপ্ন ভেঙে তোমায় আমি ডাকিনি
ফিরে এলেম তোমার দীপ্ত ছবি নিয়ে মনে

ভ'রে রইল বিকেল বেলা
ভ'রে রইল আমার না-পাওয়া মন।

ধারা

জানেনি সে, কিছু জানা থাকবেই বাকী
স্মৃতি আর চঞ্চলতা, মুখর নদীর মত গতি
থেমে যাবে; জানতেও পারবেনা সে-কী?

তন্বী মেয়ে থুড়থুড়ে তখন অশীতি
স্থবির রজনী এক; অচেতন ঘুমে
ডুবে যাবে—স্বপ্ন-সাধ-লীলা যথারীতি।

তবুও যে শেষ নেই পথের ইশারা
অনাদি কালের থেকে এই বিশ শতকের শেষে
আনন্দ ব্যথার ঢেউয়ে ভেসে আসে তারা।

কা গভীর অনুভব; তবু মৌন একা তার প্রাণ
চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টি, আবার কি ভেবে নিয়ে চলে
সমস্ত সত্তায় মিশে—এক হতে—ভুলে যায় গান;

মৃত্যু আসে, আনন্দিত অনুভবে তবু আলো জ্বলে
হৃদয় হৃদয়ে নেয়, অনিঃশেষ আজো পথ চলে।

